সমকাল

তারিখ 05 NOV 2015
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

মধুপুর ও মুক্তাগাছায় এক ব্যক্তি তিন মাদ্রাসার সুপার

■ মধুপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি

এক ব্যক্তি একই সঙ্গে ৩টি মাদ্রাসার সুপারের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। দাখিল স্তরের নন-এমপিও এবং পৃথক দুই জেলায় ওই তিন মাদ্রাসা অবস্থিত। এ মাদ্রাসা সুপারের নাম মাওলানা আবদুল হান্নান মিয়া। তিনি ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়িয়া উপজেলার ডালুকজান গ্রামের মো. আবদুল মালেক ফরাজীর ছেলে।

মাদরাসা ৩টি হলো– টাঙ্গাইলের মধুপুর উপজেলার অরণখোলা দাখিল মাদ্রাসা, ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা উপজেলার রামচন্দ্রপুর সোনারগাঁ এলাকার রঘুনাথপুর (বর্তমান প্রস্তাবিত-সালাউদ্দিন মুক্তি দাখিল মাদ্রাসা) দাখিল মাদ্রাসা ও একই উপজেলার কালীবাড়ি এলাকার খাগরজানা দাখিল মাদ্রাসা।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ১৯৯৬ সালে পাঠদানের স্বীকৃতি পাওয়া টাঙ্গাইলের মধুপুর উপজেলার অরণখোলা দাখিল মাদ্রাসায় মাওলানা আবদুল হান্নান মিয়া ২০০১ সালে সুপার হিসেবে যোগদান করেন। একই সময়ে মুক্তাগাছা উপজেলার কালীবাড়ি এলাকার খাগরজানা মাদ্রাসার সুপার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ওই মাদ্রাসা কিছুদিন বন্ধ থাকার পর সেটি নাইমাতুল জান্নাত মাদ্রাসা নামে ফের চালু হয়। ওই মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত সুপার শরিফুল ইসলাম শাজাহান জানান, তৎকালীন এমপি কেএম খালিদ বাবুর দেওয়া খাগরজানা মাদ্রাসার নামে অনুদানের ১ লাখ টাকার অর্ধেকও খরচ না করে সুপার হান্নান মিয়া আত্মসাৎ করেছেন। এ ছাড়া তার নিজ উপজেলা ফুলবাড়িয়ার হেলাল, মাসুদখানসহ অনেকের কাছ থেকে খাগরজানা মাদ্রাসায় এবং আছিম-পাটুরি ইউনিয়নের কুটিরা গ্রামের রহিমা খাতুনকে মধুপুর অরণখোলা মাদ্রাসায় চাকরি দেওয়ার নামে মোটা অঙ্কের অর্থ হাতিয়ে নিয়েছেন। চাকরি না পেয়ে তাকে চাপ দিয়েও টাকা তুলতে পারছেন না রহিমাসহ অন্য চাকরিপ্রত্যাশীরা। এ ছাড়া তিনি মধুপুরের অরণখোলা মাদ্রাসার সুপার পদেও দায়িত্ব পালন করছেন।

এ ব্যাপারে মাওলানা আবদুল হান্নান মিয়া তার বিরুদ্ধে অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৯৮ সাল থেকে মুক্তগাছার রঘুনাথপুর মাদ্রাসায় তিনি কর্মরত আছেন। মাঝে কিছুদিন খাগরজানা মাদ্রাসার সুপার ছিলেন। এ ছাড়া তিনি ১ বছর আগে মধুপুর অরণখোলা দাখিল মাদ্রাসার সুপারের দায়িত্বও ছেড়ে দিয়েছেন বলে জানান। অথচ চলতি জেডিসি পরীক্ষায় তার স্বাক্ষর করা রেজিস্ট্রেশন কার্ড ও প্রবেশপত্র নিয়ে মধুপুরের অরণখোলা দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। মধুপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোফাখখারুল ইসলাম জানান, মধুপুর অরণখোলা দাখিল মাদ্রাসার বর্তমান সুপার মাওলানা আবদুল হান্নান। অন্যদিকে মধুপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে গিয়ে অফিসিয়াল কাগজপত্রেও তার নামই অরণখোলা দাখিল মাদ্রাসার সুপারের স্থলে পাওয়া গেছে।